প্রবাসে দ্বিতীয় প্রজন্ম : সম্ভাবনা এবং সমস্যা

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

১.

আমি প্রায় দুই বৎসর পর যুক্তরাষ্ট্রে এসেছি। কোন একটা কাজে পরিবারের সবাইকে নিয়ে ফ্রীওয়েতে গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছি তখন হঠাৎ করে পিছন থেকে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে আমার ছেলে বলল, 'আব্বু আমি শেষ পর্যন্ত এখন বুঝতে পেরেছি তোমরা কেন দেশে ফিরে গিয়েছ।'

তার কথা শুনে আমি একটু চমকে উঠলাম, জিজ্ঞেস করলাম, কেন? 'আসলে, তোমরা তোমাদের নিজেদের মানুষের কাছে ফিরে যেতে চেয়েছ।'

আমি কিছু না বলে চুপ করে রইলাম, আমার ছেলে বলল, 'আমার কী মনে হয় জান?'

'কী?'

'তোমরা আসলে ঠিক কাজটিই করেছ।'

আমি রিয়ার ভিউ মিররে আমার ছেলের মুখটি দেখতে চেষ্টা করলাম, সেখানে তার বয়সের সাথে বেমানান এক ধরণের গাম্ভীর্য্য।

আজ থেকে প্রায় আট বৎসর আগে আমি এবং আমার স্ত্রী আমাদের দুই ছেলে-মেয়েকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরে গিয়েছিলাম। প্রবাসী সবার মতই আমিও একদিন দেশে ফিরে যাব বলে মনস্থির করে রেখেছিলাম। যাচ্ছি যাব করতে করতে হঠাৎ একদিন দেখি আমার ছেলের বয়স আট, মেয়ের বয়স ছয়, আর দেরী করলে কখনোই দেশে ফেরা যাবে না বলে একরকম জোর করেই দেশে ফিরে গিয়েছিলাম।

দেশে ফিরে গিয়ে আমি দুটি খুব বড় বড় সত্যি আবিষ্কার করেছিলাম। প্রথমটি হচ্ছে আঠারো বৎসর পরে হলেও আমি ফিরে এসেছি আমার নিজের দেশে, দ্বিতীয়টি হচ্ছে আমার ছেলে এবং মেয়ে নিজের দেশ ছেড়ে এসেছে বিদেশে। আমি গত আঠারো বৎসর যেরকম আকাশ কালো করে আসা ঝমঝমে বৃষ্টি, ব্যাঙের ডাক, উথাল পাথাল জোৎস্নার জন্য বুভুক্ষ হয়েছিলাম আমার ছেলেও নিজের দেশ ছেড়ে বাংলাদেশে এসে ঠিক সে রকম তার দেশের স্কুল, খেলার সাথী, ডিজনিল্যান্ড, ম্যাকডোনাল্ড আর হেলোইনের রাতের জন্য বুভুক্ষ হয়ে পড়ল। যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রতিষ্ঠানে আমি শেষ কয়েক বছর কাজ করেছি তাদের সাথে আমার এক ধরনের যোগাযোগ ছিল সেই সূত্রে গবেষণার কাজে আমি প্রায় প্রতি বছর সবাইকে নিয়ে একবার করে যুক্তরাষ্ট্রে আসছিলাম। তারা সেখানে তাদের পুরনো পরিবেশে প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেছে এবং যখন দেশে ফেরার সময় হয়েছে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পে-নে উঠেছে। আমরা এসেছি আমার দেশে, তারা এসেছে প্রবাসে।

বাংলাদেশের মাটিতে গত আট বছরে আমাদের অভিজ্ঞতা ঠিক সাদামাটা অভিজ্ঞতা নয়, যে কোন হিসেবেই এটা চমকপ্রদ এবং ঘটনাবহুল। কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসী ছাত্রেরা আমাদের অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে রেখেছে, কখনো অবরুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে আটকা পড়ে আছি, মৌলবাদীরা ঘেরাও করে রেখে খুন করার হুমকি দিচ্ছে। বাসায় বোমা মারছে আবার একই সাথে হাজার হাজার মানুষের ভালবাসায় সহমর্মিতায় আপ-ুত হচ্ছি। বাংলাদেশের মাটিতে সেখানকার দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার সাথে সাথে আনন্দ এবং ভালবাসার ভাগীদার হতে হতে এক সময় লক্ষ্য করলাম আমার ছেলে এবং মেয়েও খুব ধীরে ধীরে দেশটিকে নিজের দেশ হিসেবে গ্রহণ করতে শুরু করেছে। সেখানে তাদের একটি জীবন তৈরী হয়েছে, তাদের প্রিয় মানুষ প্রিয় আত্মীয় স্বজন, প্রিয় বন্ধু বান্ধব, স্কুল খেলার মাঠ নিয়ে সেই জীবনটিও কম মধুর নয়। আমি যেরকম আমার নিজের মানুষের কাছে ফিরে এসেছি, ঠিক সেরকম তারাও আবিষ্কার করতে শুরু করেছে এই মানুষগুলো তাদেরও নিজের মানুষ। তারা একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাত ফেরীতে যাবার জন্য ভোর রাতে ওঠে বসে থাকে, পয়লা বৈশাখে রমনার বটমূলে গান শুনতে যায়, বইমেলায় ঘুরে বেড়ায়, ওয়ার্ল্ডকাপ খেলায় বাংলাদেশের পক্ষে চিৎকার করে গলা ভেঙে ফেলে। আট এবং ছয় বছরের দুজন শিশুকে তাদের শিকড় উপড়ে আমি একটি ভিনদেশে নিয়ে গিয়েছিলাম এবং সুদীর্ঘ আট বছরে সেই দেশের মানুষের ভালবাসায় সিক্ত হয়ে সেই দেশের জল হাওয়ায় সম্পৃক্ত হয়ে তারা শেষ পর্যন্ত দেশটিতে নিজের আপন দেশ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এই দেশের সাফল্য এখন তাদের সাফল্য এই দেশের দৈন্যতা এখন তাদের দৈন্যতা।

কাজেই আমি যুক্তরাষ্ট্রে এসে খুব অবাক হয়ে যাই যখন দেখি একজন প্রবাসী বাবা কিংবা মা এই দেশে জন্ম নেয়া এবং বড় হওয়া সন্তানের কাছে নিজের ফেলে আসা দেশ, দেশের ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রতি পুরোপুরি আনুগত্য দাবি করে বসে থাকেন। প্রথম প্রজন্মের বাবা-মা নিজের দেশকে ছেড়ে এসে সবসময় তাদের বুকের মাঝে একটি গভীর বিষাদ এবং যন্ত্রণা অনুভব করে এসেছেন, কিন্তু সেই বিষাদ যন্ত্রণা এবং হাহাকার তাদের ছেলে মেয়ের বুকে থাকার কথা নয়। তাদের নিজেদের একটি জন্মভূমি আছে সেই জন্মভূমির জন্য তাদের বুকে একটি গভীর ভালবাসা আছে সেটিই সত্যি এবং সেটিই স্বাভাবিক। প্রবাসে প্রথম প্রজন্মকে এই সত্যটি গ্রহণ করে নিতে হবে।

২.

এই লেখাটির শিরোনাম 'প্রবাসে দ্বিতীয় প্রজন্ম : সমস্যা ও সম্ভাবনা' - শিরোনামটি আমার দেয়া নয় আমাকে এই শিরোনামে লিখতে বলা হয়েছে। সত্যি বলতে কী আমাকে যদি এই বিষয়ের ওপর লিখতে বলা হতো তাহলে লেখার শিরোনামটি হতো 'স্বদেশে দ্বিতীয় প্রজন্ম : সমস্যা এবং সম্ভাবনা'। কারণ দ্বিতীয় প্রজন্ম কিন্তু প্রবাসে নেই, তারা স্বদেশেই আছে। তাদের বাবা-মা এক সময় দেশ ছেড়ে প্রবাসে এসেছিলেন তারা আসেনি। আমার বিবেচনায় মনে হয় দ্বিতীয় প্রজন্মের সত্যিকারের সমস্যা মাত্র একটি - সেটি হচ্ছে তারা যে দেশে এবং যে পরিবেশে বড় হচ্ছে তাদের বাবা-মায়েরা অনেক সময় সেটা বুঝতে পারেন না। তাদের বাবা-মায়েরা

দেশ ছেড়ে আসার সময় নিজের বুকের ভেতরে যে দেশটির স্মৃতি ধরে রেখেছিলেন যে ভাষা এবং সংস্কৃতির কথা ভেবে তারা এখনো ব্যাকুল হন সেই স্মৃতি ভালবাসা এবং আবেগটুকু তারা জোর করে তাদের ছেলেমেয়ের বুকের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দিতে চান। এই দেশের এই কালচারে অন্য ছেলেমেয়েরা যা করতে চায় এবং যা করতে পারে দ্বিতীয় প্রজন্মের বাবা মায়েরা অনেক সময় সেটা তাদের করতে দেন না। শুধু যে নিজের সংস্কৃতির জন্য ভালবাসা তা নয় অনেক সময় সেটি হয়ে দাঁড়ায় অন্যের সংস্কৃতির প্রতি বিতৃষ্ণা। বৈচিত্র যে সৌন্দর্য সেই সত্যটি তারা হঠাৎ করে ভুলে যেতে শুরু করেন।

৩.

দ্বিতীয় প্রজন্মের সমস্যা নিয়ে লেখার কথা কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ধারণা সমস্যাটি দ্বিতীয় প্রজন্মের নয় সমস্যাটি আসলে প্রথম প্রজন্মের। আমাদের দেশে বিদেশ নিয়ে একটা বড় ধরনের মোহ আছে। জন্মের পর থেকেই আমাদের সবার মাঝে নানাভাবে একটা ধারণা ঢুকিয়ে দেয়া হয় যে নিজের দেশটি তুচ্ছ এবং এই তুচ্ছ অকিঞ্চিতকর দেশের বাইরে 'বিদেশ' নামে একট বিশাল জগৎ আছে যেটি হচ্ছে স্বপ্নের দেশ। সাধারণ অশিক্ষিত দরিদ্র বা নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জন্য সেই স্বপ্ন হয়তো অর্থবিত্ত এবং খানিকটা স্বচ্ছলতা, মধ্যবিত্তের জন্য সেই স্বপ্ন হয়তো আরেকটু বড় - জীবনের নিরাপত্তা, সন্তানের পড়াশোনার নিশ্চয়তা, বাঁধাধরা একটি সুন্দর জীবন। যারা প্রতিভাবান এবং মেধাবী তাদের স্বপ্ন আরো ব্যাপক - সেটি জ্ঞান বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি কিংবা শিল্প ও সংস্কৃতির চর্চা কিংবা গবেষণা। সবাই কোন না কোনভাবে সেই স্বপ্নের পিছনে ছুটছে, কারো কারো হাতে স্বপ্নের সেই সোনার হরিণ ধরা দিয়েছে - কারো হাতে দেয়নি। যাদের হাতে ধরা দিয়েছে তাদেরও অনেকে দেখেছে আসলে তারা ভুল সোনার হরিণের পিছনে ছুটছেন। সত্যিকার সোনার হরিন কোথায় তাদের জানা নেই - পৃথিবীর অন্য পৃষ্ঠে যে দেশকে ছেড়ে এসেছেন সেই দেশের জন্য এক গভীর ভালবাসা অনুভব করে তারা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন।

দেশের জন্য গভীর মমত্ববোধ থেকে কারো কারো বুকে আবার এক ধরনের অপরাধবোধ জন্ম নেয়। যে দরিদ্র দেশ তার সীমিত সম্পদ দিয়ে তাদের পড়াশোনা করিয়ে শিক্ষিত করেছে সেই দেশের জন্য নিজের শ্রমটুকু দিতে না পারার জন্য এই অপরাধবোধ তাদের কুঁড়ে কুঁড়ে খেতে থাকে। কেউ কেউ সাহস করে সেই অপরাধবোধের মুখোমুখি হন, তার একটা সমাধান খোঁজেন। প্রবাসে থেকেও দেশের জন্য কিছু একটা করার চেষ্টা করেন। কেউ কেউ সেই অপরাধবোধকে স্বীকার করতে চান না, তারা দেশের নানা সমস্যার কথা টেনে আনেন, দেশের সকল সীমাবদ্ধতার কথা বড় গলায় ঘোষণা করেন, দেশকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন, গালাগাল করেন এবং সেই 'জঘন্য' দেশ থেকে মুক্তি পেয়েছেন বলে নিজের ভাগ্যকে অভিনন্দন জানান।

পৃথিবীর এবং মহাকালের প্রেক্ষাপটে দেখলে এই পুরো ব্যাপারটুকুই কিন্তু খুব স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। আমরা যদি মানব সভ্যতার ইতিহাস পড়ি তাহলে দেখব পৃথিবীর সভ্যতাই এভাবে গড়ে উঠেছে। মানবগোষ্ঠী নিজের জীবনকে উন্নত করার জন্য সেই প্রাচীনকাল থেকে নতুন জায়গায় পাড়ি দিয়ে এসেছে। যখন পৃথিবী পাসপোর্ট, ভিসা ইমিগ্রেশন এসবের বেড়াজালে আটকা পড়ে ছিল না তখন মানুষ প্রয়োজন হলেই নতুন একটি জীবনের জন্য পাহাড় পর্বত সমুদ্র মরুভূমি পার হয়ে গিয়েছে, হিংসাত্মক জন্তুর সাথে যুদ্ধ করেছে, ভিন্ন মানুষের সাথে লড়াই করেছে। উন্নত সভ্যতা হলে অনুন্নত সভ্যতাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। সেই হিসেবে নিজের এবং নিজের সন্তানকে একটা ভাল জীবন উপহার দেবার জন্য কেউ যদি নিজের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে হাজির হয়, নতুন দেশকে নিজের নতুন দেশ হিসেবে গ্রহণ করে তাহলে তার মাঝে কোন অস্বাভাবিকতা নেই। সেটি দেশপ্রেমের ঘাটতি প্রমাণ করে না এবং কোনভাবেই অপরাধ নয়। আমি যখন আশীর দশকে যুক্তরাষ্ট্রে ছিলাম হঠাৎ করে আবিষ্কার করলাম তাইওয়ানের মানুষেরা তাদের দেশে ফিরে যেতে শুরু করেছে - একটু খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম তাইওয়ানে একজন মানুষের বার্ষিক আয় বা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য যুক্তরাষ্ট্রের সমান হয়ে গেছে কাজেই দেশে ফিরে যাওয়া তাদের জন্য কোন ধরনের আত্মত্যাগ নয়। আমরা সব সময়েই তথ্য-প্রযুক্তিতে ভারতবর্ষের উদাহরণ দিই, সেটাও গড়ে উঠেছে প্রবাসী ভারতবাসীর আন্তরিক চেষ্টায়। আমি নিশ্চিত যদি বাংলাদেশেও খানিকটা স্থিতি অবস্থা এসে যায়, আইন-শৃঙ্খলা সহ্যসীমার ভেতরে চলে আসে এবং ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার মানটুকু মোটামুটি গ্রহণযোগ্য অবস্থায় ফিরে আসে তাহলে দলে দলে না হলেও অনেকে দেশে ফিরে যাবে। আর সবচেয়ে বড় কথা তথ্য-প্রযুক্তির এই বিস্ময়কর সময়ে সারা পৃথিবী হঠাৎ করে ছোট হয়ে এসেছে, দূরত্ব আর দূরত্ব নয়, দেশের সীমানা একটা আনুষ্ঠানিকতার মতো। একজন মানুষ এক সাথে একাধিক দেশে থাকতে পারে, নিজের দেশকে ত্যাগ না করেই অন্য দেশকে গ্রহণ করতে পারে।

৪.

দ্বিতীয় প্রজন্ম নিয়ে লেখার কথা, কিন্তু ঘুরে ফিরে শুধু প্রথম প্রজন্মের কথাই বলা হলো। আমার ধারণা প্রথম প্রজন্ম যদি দ্বিতীয় প্রজন্মের জন্য কোন সমস্যা তৈরী করে না দেয় তাদের সত্যিকারের কোন সমস্যা নেই। আমি সমাজ বিজ্ঞানী নই তাই ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করতে পারব না কিন্তু আমি নিশ্চিত সব বাবা মায়েই চায় ছেলেমেয়েরা যেন তাদের মতো হয়। এখানে একটি পরিমিতিবোধের ব্যাপার আছে। 'ভিন্ন' মানেই খারাপ নয় এই সত্যটি জানার ব্যাপার রয়েছে। আমরা যে সামাজিক ব্যবস্থায় অভ্যস্ত ধরে নিই সেটাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য সামাজিক ব্যবস্থা। দক্ষিণ ভারতে বড় বোনের মেয়েকে বিয়ে করার রীতি আছে শুনে আমি শিউরে উঠেছিলাম। আমাদের দেশে চাচাতো ফুপাতো খালাতো ভাইবোনেরা বিয়ে করে শুনে আমার আমেরিকান বন্ধুরা ঠিক একইভাবে শিউরে উঠেছিল। কাজেই ভাল মন্দের বিচারে গেলে অনেক সমস্যা। পৃথিবী চমৎকার একটি জায়গা; একেক জাতি, একেক সম্প্রদায়ের একেক রকম আচার ব্যবহার। একজনের নিয়মরীতি অন্যজন থেকে ভিন্ন এবং এই বৈচিত্রটাই হচ্ছে পৃথিবীর সৌন্দর্য। অন্যের আচার ব্যবহার নিজের জীবনে গ্রহণ করতে না পারি কিন্তু কখনোই যেন সেটাকে অশ্রদ্ধা না করি। বৈচিত্রের সৌন্দর্য উপভোগ করার মতো উদারতা যেন আমাদের থাকে।

কাজেই প্রথম প্রজন্মের প্রবাসীরা যদি দ্বিতীয় প্রজন্মের উপর বিশ্বাস রেখে তাদেরকে স্বাভাবিকভাবে বড় হতে দেয় আমার ধারণা তারা চমৎকার মানুষ হিসেবে বড় হবে। যদি তাদের থেকে অন্ধ এক ধরনের মানুষ আশা করা হয় কখনোই সেটি পাবে বলে মনে হয় না। যে দেশ তারা দেখেনি, যে মানুষের সাথে তাদের যোগাযোগ নেই যে কালচার তাদের কাছে অপরিচিত সেই দেশ মানুষ বা কালচারের জন্য তাদের ভেতরে গভীর কোন মমত্ববোধ থাকার কথা নয়। তবে বাবা মায়ের সাথে যদি খুব সহজ একটা সম্পর্ক থাকে খুব আন্তরিক একটা শ্রদ্ধাবোধ জন্মে তাহলে বাবা মায়ের প্রতি গভীর ভালবাসায় তাদের দেশ, তাদের মানুষ এবং কালচারের জন্য একটি মমত্ববোধের জন্ম হতে পারে। তখন যদি শিকড়ের সন্ধানে তারা তাদের পূর্ব পুরুষের খোঁজ নিতে আগ্রহী হয়- হয়তো প্রথম প্রজন্মের স্বপ্ন খানিকটা সফল হতে পারে।

সেই স্বপ্ন সফল না হলেই ক্ষতি কী? পৃথিবীর সব মানুষই কী একই রক্ত মাংসের মানুষ নয়? দেশ নামক বিভাজনটি কী খুবই কৃত্রিম একটি বিভাজন নয়? ❑

লেখক পরিচিতিঃ যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘ প্রবাস জীবনের পর মুহম্মদ জাফর ইকবাল পরিবারসহ ফিরে গিয়েছেন বাংলাদেশে। শিক্ষাবিদ ও সায়েন্স ফিকশন লেখক হিসেবে সুপরিচিত।

It's Not As Simple As ABCD

Tazin Siddiquee

I'm what they call an ABCD. In other words, an American Born Confused Deshi (a native). I was born and brought up here in the USA. My parents, however, were born in Bangladesh. They immigrated here about 25 years ago. My life thus far has been….how shall I put it? Different, perhaps even interesting. It's funny, because up until a few years ago, I thought everyone grew up the same way I did. I suppose it wasn't that I didn't notice it, I just didn't seem to care. That is, until I reached my formidable, teen years. Yes, I soon discovered that John, Jane, and marry didn't eat "bhat" (rice) and "daal" (lentil) for dinner every night. I was shocked to find that they didn't have to put up with the terribly dreaded, never ending Bengali dinner parties, and that they would never have to be embarrassed by speaking their broken Bengali to adults who thought of them as disrespectful children who just wouldn't get it. I thought all children had to suffer through blaring, old Bengali music that they'd never understand, in the car. Little did I know, the vast majority of American children were growing up different than me, to put it mildly. They could stay home alone or come and go with their friends as they pleased. They could say anything in front of anyone without having to worry about what " other aunts and uncles would think." They were never thought of as outsiders in their own culture, and they didn't have the burden of knowing the proper Bengali etiquette and the rules of a forbidding Bengali society. They didn't have to worry about their wrong doings reflecting poorly on their families. They could live what I thought was the "good life." That was how I thought back then. That is, until I grew up. I slowly began to see things in a new light. Instead of looking for all of the negative things about growing up here, I began to see it all as a learning experience. I had taken it for granted that I knew how to speak Bengali. I never thought it was anything remarkably special, until I found out that my other friends were limited only to English. I'm sorry to say that I didn't particularly make use of my Bengali until recently. But as the old adage goes: "Better late than never." Through the language comes culture. As my interest grew in the language, I began to encounter a new culture as well. I began to see how it wasn't all a bunch of mumbo-jumbo to be overlooked, but it was meaningful and more powerful than I would ever know. Never before in my life, had I seen how beautiful and rich the Bengali language is. I now see that people like me, Bangladeshi-Americans, have an advantage over others that have never truly ventured out of their wonderfully modern lives, and out into the world. We see things with a different kind of outlook. We consider many things that have been taught to us by American culture, Bangladeshi culture, our peers, and our parents, all put together. We have the opportunity and ability to straddle cultures that are worlds apart, and understand people who are eons apart. We are melting pots within ourselves.

I suppose this whole thing about coming in touch with my Bengali side, began two summers ago. My parents and I decided that going to Bangladesh over the summer would be a good experience. Good, is an understatement. Now, I had been to Bangladesh before, but never alone. After all the arrangements were made I was on my way. One of the things I found most interesting was observing the common people of Bangladesh. Just a walk through the streets of Dhaka, or a short rickshaw (a-vehicle) ride gave a glimpse of life as I've never seen before. All of the things that I saw in Dhaka combined with my parents' relentless efforts; I began to feel interested in my own heritage and culture. I began to Learn Bengali music which established a sacred tie to my roots that can never be severed. With all of this new-found interest, I began to pursue my parents about their childhood in Bangladesh and the society they had to face. My journey to Bangladesh was coming to a close and I was truly sad to leave such a wondrous place, still full of much mystery to me. When the wheels of the plane lifted off the ground and into the sun-kissed sky, I looked back longingly at a place that I knew was full of good times, kind hearts, and caring souls.

I was quickly sobered back into reality as soon as I

came back to U.S. I once again had to face the problems that we as Bangladeshi-Americans have to face on a daily basis.

I don't know whether it's just the generation gap or cultural differences, but somehow I have trouble relating to my parents. This tendency seems to increase as the years progress. It began as little things I never really worried about, to things that I care about. Is it that my parents trying to raise me like they were raised in Bangladesh about thirty years ago? Partly. I think that Bengalis in general are very tenacious as a people. We like to hold on to our thoughts and beliefs regardless of our surroundings. I think this is what my parents are trying to do. Just like all other people, they believe that the way they were brought up is the best way to be brought up. So they are putting this pressure of growing up in today's society with Bengali values on me. This is not to say that all Bengali values are bad and wrong, but like anything else in life, should change respectively with the times.

It surprises me at how ignorant American society is towards people like me. As this nation becomes diversified more than ever, I would like to think that people would begin to learn about the diversity. But like many things I've learned in my fifteen years, things don't always go as I'd like them to. I've been told to go back to Africa, "where I came from." When telling people I'm Indian, I've been asked, "What tribe?" Excuse me? Why don't these people just get it? Is it really that difficult to figure out?

Home. It's a word anyone could easily define, but do we truly know where it is? To most people this is a simple question, but to people like me, it's not so easy. Is home really where the heart is? If so, where is our true home? Is it the U.S., the place where we were born and brought up and accustomed to? Or is it Bangladesh, a place that we can only visit and be with people from the same ethnic background? It's not as trivial as it seems. In the U.S., many Bengali people would like to believe that they are at home. However, I beg to differ. No matter how hard we try, we will never "fit in." we'll never be what a true American is or is supposed to be. Many people think that their culture, heritage, and race play no role in this. But no matter how much you think you're "one of them," in their eyes you'll always de different. They see your brown skin before they hear you speak without an accent, or know anything about you. The same goes for Bangladesh. In Bangladesh, you're never considered a true Bengali. People think you're very different because you live in the U.S. They judge you differently and they think that you're an "American." They see you as privileged and well off, not anything like themselves. So, as you can see, we have no clear cut home or place of belonging. We really don't belong anywhere, we are like a displaced race. Nowhere to go or turn to for shelter. We are a terribly misunderstood and at times a confused group of people. Many times we are faced with conflicting identity. But, I suppose, we, the youth of Bangladeshis that have been born and raised here, are a culture within ourselves. We must turn to each other. We must establish and assert ourselves in today's society.

As I sit here typing this paper, I wonder "What have I learned from all of this?" I've learned something that a textbook or teacher can never teach. I've learned first-hand that culture is not something clear-cut. It cannot be classified as black or white, right or wrong, or good or bad. It is something much more dynamic. Culture is simply something that should be respected at face value. We cannot let culture divide us. For after all, we are all people, not so contrasting as we would like to think. And though I'm hardly a judge, I think that our different cultures are what unite us. The great beauty of unity is diversity. ❑

About Author: Tazin wrote this article five years ago when she was 15 and was living in Orlando, Florida for a magazine published by the Student Association of Bangladesh at University of Central Florida. Tazin is currently pursuing her undergraduate in Pennsylvania.

send your submissions to porshi :
editors@porshi.com
e-fax : 707-988-0328

The Perfect Mixture

Shayeri Hasan Reza

Growing up is hard to do, is such a cliché term. It is however, quite true. We grow up with the constant pressure to succeed in life, to make something of ourselves, to be good people, to gain morals and values. Basically, with the expectations of our parents. In addition, we grow up with our own expectations. We grow up with peer pressure, with changing trends, and with what we want to do. Add these two together, and we get a complicated mixture. Lets make this problem a bit more difficult. What if we added a cultural complication? Parents who are trying to enforce the motherland culture and the children who are trying to get the best of both cultures. Thus, we have to find the Perfect Mixture.

As Bengali children, we grow up with complicated lives. We struggle to find a mid-point with our Bengali culture and our American culture. We can't consider ourselves Bengali like our parents and we can't consider ourselves American. What are we? We're one of those hyphenated races, Bengali-American. This impacts our lives quite a bit. Who can we relate to? How should we be brought up? These are such complicated questions, which need to be answered. There are many disadvantages and advantages within the cultural crossfire. The one's that I wish to cover are Marriage, Education, Traditions, and language.

Marriage is an extremely controversial topic within the second generation. Those of us who have grown up here believe that love should come before marriage not vice versa. Some of us also believe that inter-racial marriages should be permitted and not looked down upon. From experience, I have noticed that whenever there has been an inter-racial marriage in our community there has been controversy. When there has been a pure Bengali marriage there has never been controversy. As second-generation children, we believe that as long as we're happy and our partner is a good person that's all that matters. Parents however enforce the idea of Bengali and Muslim anything else is a shame to the family even if the partner we choose is exceptional in many ways. This exemplifies a disadvantage we have, which is our parents' closed mindedness. With this we end up having inner conflict and may end up choosing a partner that we are truly not happy with.

Another disadvantage that comes to mind is our schooling. School is important regardless to one's culture or creed. Education is a valuable aspect in everyone's lives; however, it is not the only aspect in life. Sometimes it feels as though we are being judged by our intellectual capacity. Some elders don't wish to speak to the children in the community if they are not from a good school or studying an engineering or medical subject. In ways this is understandable from the elders perspective because they have all made their fortune in these respective fields, but that doesn't mean that we should be limited and looked down upon when we choose a different path. We children strongly believe that education is a key to having a bright future, but does it really matter that we must study in these two fields and come from an excellent caliber school? We understand that over ninety percent of the community (in San Francisco Bay Area) are engineers and were top of their class back in Bangladesh, but we are different. We believe in being an all rounder—having fun, learning in school, and learning in life.

Learning also includes learning about culture, religion, and traditions. It's a common thing for every Bengali child to wonder or ask their parents why we don't celebrate Christmas or Easter. I know I wondered for a long time. This is something I believe we are very lucky about. We have the privilege of celebrating occasions that have much more meaning i.e. Eid-ul-adha. Regarding traditions, we have a rich heritage that is mixed. Meaning that we can go from dal bhat to burgers and fries. I must give credit to our parents for teaching the second generation what our culture is all about. Growing up in America, we have attractions towards American culture so it is up to our parents and the community to teach us Bengali culture. I strongly believe that from a young age things should be explained to the child. We should be taught which holiday's we celebrate and which one's we don't. We should also be taught simple traditions like what our marriage ceremonies are like or what our cultural dresses are. The more we are taught about

our culture at a young age the more advantageous it is because later in life we are more likely to admire it and practice some. Also, there are more generations after us to think about and we all do hope they learn a bit about the traditions and cultures. They will learn the culture from the preceding generation. It seems that when we are young, it is the best opportunity a parent has to force us to learn about our traditions because when we are grown up we won't want to learn. Also, when we grow up we will regret not learning the customs when we were mere children. Learning about our culture and traditions can only be an advantage for us later in life.

Learning about the culture includes learning the language. Most second-generation children cannot speak Bengali. Actually, it goes by stages for example the children in their mid twenties and up cannot speak Bengali, the children in their late teens to early twenties can speak, and the children younger than that are combined, most however cannot speak Bengali. Learning different languages is always an advantage. In the early stage of life every child understands and speaks fluent Bengali. This starts fading away when the child starts school. English then becomes the predominant language. Also, we see that our parents understand English so we figure that we can communicate with them in English. Thus, we figure that Bengali comes with no use. This is pretty sad and I believe that knowing Bengali and being able to speak it is an advantage. Personally, my Bengali is not that wonderful; however, I am better then most children in the area. The only way I was able to learn Bengali and not forget is by the constant insistence of my parents to speak at home and to uncles and aunties. Also, it helped that we visited Bangladesh often and some of my relatives cannot speak English. Whatever the reason is, being able to speak Bengali and understanding it is a big advantage. It's not only learning another language, but its learning a bit of your history. Bear in mind that even if we try we will not be as fluent as the elders in the community are, but the effort is worth a lot.

As one can see growing up as a hyphenated race, is not the easiest thing to do. It's a constant struggle to understand where we stand and what we should do. We constantly struggle to find the perfect mixture—that is the perfect way to compromise on the way we are being brought up. The struggle comes from the sides of the children and the parents. Children are living through it and parents don't understand how to raise their children in a mixed society. I can only speak from my own experience, which is basically what I have written about. I know many times parents are persistent in saying that they know what is best and at times they do, but I strongly insist that sometimes they don't know what is right and that maybe a Bengali peer who has gone through a similar situation might give better options. Ultimately, there are many advantages and disadvantages of growing up as second generation Bengali. The key is to combine it all into that perfect mixture. ❑

About author: Shayeri is currently a senior at San Jose State University and is studying in Computer Engineering.

আমরা আমাদের সন্তানরা ও আমাদের ভবিষ্যৎ

মোল্লা ফজলুল হক

আগত দিনের বৈজ্ঞানিক, প্রকৌশলী, ডাক্তার, ইমাম, পন্ডিত, পাদরি ও নেতা আমাদের সন্তানদের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে। আমাদের কালকের সমাজ কেমন হবে তা নির্ভর করবে আজকে আমরা তাদেরকে কিভাবে মানুষ করি। আমাদের প্রধান দায়িত্ব হলো আমাদের সন্তানদের ঠিক পথে চালিত করা ও তাদের সঠিক পাথেয় দেওয়া। আমরা ইচ্ছা করলে ওদেরকে part of the melting pot করতে পারি। তাতে তারা এই সমাজে হারিয়ে যাবে আর সেই সাথে আমাদের পরিচিতিও শেষ হবে। অথবা আমরা তাদেরকে মোজাইকের অংশে পরিণত করতে পারি। এতে তারা এ সমাজের অঙ্গ হবে আর সেই সাথে তারা তাদের পূর্ব পরিচিতি রাখতে পারবে। মোজাইকের প্রতিটি পাথর কনা একত্রিত হয়ে মেঝেকে শক্ত করে, সুন্দর করে আর সেই সাথে নিজের নিজের অস্তিত্বকে ধরে রাখে। আমার এই আলোচনা এদেরকে নিয়ে।

ধর্ম মানুষকে spirituality শেখায়। প্রত্যক ধর্ম মানুষকে ভাল হতে শেখায় আর খারাপ থেকে দূরে থাকতে পথ দেখায়। আমাদের সন্তানদের সেই spirituality দিতে হবে। আমরা একটা সম্পূর্ণ materialistic সমাজে বাস করছি। Spirituality না থাকলে materialistic লোভ আমাদের বিপথে নিয়ে যাবে। আর Enron ও Worldcom স্ক্যান্ডেল তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

আমি বিশ্বাস করি আমাদের সন্তানদের ভিতরে spirituality যদি জাগিয়ে দেয়া যায় তাহলে materialistic টানে তারা সম্পূর্ণ দুরে যাবে না। মানবিকতা তাদের ভিতরে থাকবে। ন্যায় আর অন্যায়ের বাদ-বিচার করে মানুষের জন্য তারা কিছু করে যাবে।

আমার অভিজ্ঞতা এখানকার বাঙালি মুসলমান সামজে। আজকের আলোচনা তাই তাদের নিয়ে করবো। আমাদের নবী বলেছেন, 'প্রত্যেকটা

শিশু প্রাকৃতিক বিন্যাস ও নিষ্পাপ হয়েই জন্মায়।' এ নিষ্পাপ অবস্থা থেকে তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় তাদের মা-বাবা। তারাই হন শিশুর দিশারী। তাই বাবা-মাদের এ দায়িত্ব মাথা পেতে নিতে হবে।

অনেক মা-বাবা চেষ্টা করছেন তাদের সন্তানদের ধর্ম শেখাবার ও ধর্মের পথে চলার। কিন্তু তা করা কঠিন হয়। সন্তানরা এ পরিবেশে ও peer-এর চাপে মা-বাবার চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়। মা-বাবা হতাশ হয়ে যায়। সন্তানদের চোখে দেখলে দেখা যাবে যে মা-বাবাদের মত তারাও frustrated। তাদের মা-বাবা তাদের যা করতে বলছে তা করতে গেলে তারা popular হতে পারে না। আর unpopular হয়ে সমাজে বাস করা যায় না। আর peer-দের মধ্যে তারা নিজেদেরকে 'terrorist nation'-এর অংশ হিসাবে পরিচয় দিতে পারে না। তা ছাড়া অন্যান্য প্রলোভনত আছেই। তাই আমাদের সন্তানরা আমাদের থেকে দূরে সরে যায়। মা-বাবা হতাশার সাথে তা দেখতে থাকে।

মা-বাবাদের মনে রাখতে হবে যে প্রতিদিন তাদেরকে তাদের সন্তানদের সাথে বসে আলাপ আলোচনা করতে হবে। তাদের সন্তানদের প্রতিদিনের সফলতা, ব্যর্থতা, প্রতিক্রিয়া ও আশা মনোযোগের সাথে শুনতে হবে। তাদেরকে তাদের বন্ধুতে পরিণত হতে হবে ও সন্তানদের বিশ্বস্ত ব্যক্তিতে পরিণত করতে হবে। মা-বাবা তখন তাদের পথ দেখাতে পারবেন।

আমরা immigrant মুসলমান বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানরা দেশ থেকে islamic baggage নিয়ে এসেছি। আমরা আমাদের সেই islamic আমাদের সন্তানদের শেখাতে চাই। সেখানেই আমাদের সমস্যা। কোরআনই হচ্ছে ইসলামের মূল। ঐ কোরআন থেকেই আমাদের চলার পথেয় নিতে হবে – আমাদের আনা baggage থেকে নয়।

আমরা যখন কোন project এ কাজকরি তখন ঐ project-এর মুল উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য আমাদের সমস্ত চেষ্টা সীমাবদ্ধ থাকে তাই project-এর প্রধান উদ্দেশ্য সাধন করাই আমাদের দায়িত্ব হয়। কোরআন বলেছে যে আল-াহর সৃষ্টিতে তত্ত্বাবধান ও দেখ্ভাল করার জন্য তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষ কিভাবে তার প্রতিনিধিত্ব করবে তার দিশারী হল কোরআন। কোরআন আরো বলেছে যে মানুষই হচ্ছে আল-াহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আর মানুষের কাজ হবে সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি লাভ করা ও তার নিজের ও তার পরিবারের নরকের শাস্তি থেকে বাঁচানো। তাই আমি দেখি - আমি আমার সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি লাভ করে পুরস্কার হিসাবে আমার ও আমার পরিবারের জন্য বেহেস্ত পেতে পারব যদি আমি আমাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তা পূরণ করতে পারি। এই সৃষ্টির দেখ্ভাল করার জন্য তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আর কিভাবে সেই দেখ্ভাল করা হবে তার জন্য আমাকে নির্দেশনা দিয়েছেন কোরআনে। আর যেহেতু মানুষ তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তাই মানুষকে ভালবেসে ও তার দেখ্ভাল করে সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি পাওয়া যাবে। এই মানুষ যেকোন ধর্মের হতে পরে, যে কোন রং-এর হতে পারে। তাই ন্যায়-অন্যায় বিচার করে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে মানুষের মঙ্গল করতে হবে এবং আমাদের সন্তানদের শেখাতে হবে ও কোরআনের ঐ অংশগুলো পড়ে তাদের শোনাতে হবে।

মা-বাবাদের নিজেদেরকে কোরআন পড়তে হবে ও কোরআন থেকে নির্দেশনা নিতে হবে। এখানে সাবধানত অবলম্বন করতে হবে যে কোরআনের যে অংশগুলো metaphoric সেগুলোর literal meaning না নিয়ে মূল শিক্ষাটা নিতে হবে আর প্রতিদিন কোরআনের মূল শিক্ষা সন্তানদের শোনাতে হবে ও নিজেদের অনুশীলন করতে হবে। প্রথম lesson হবে আল-াহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, তিনি সবকিছু দেখেন ও জানেন। আমাদের সন্তানরা যেন দেখতে পায় যে আমরা যা করি ও যা বিশ্বাস করি তার ভিতরে কোন contradiction নাই আর আমাদের বিশ্বাস ও কর্ম logical তা হলে আমাদের সন্তানরা তা মেনে নেবে।

আমাদের নিজেদেরকে ইসলামিক নৈতিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে ও তা প্র্যাকটিস করতে হবে। আমরা নিজেরাই এ সমাজের মত value system তৈরি করেছি। বড় বাড়ি, সৌখিন গাড়ি, সুন্দরী নারী, টাকায় যা কেনা যায় তা কেনা ও ভোগ করা আমাদের স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে। আমাদের ঐশ্বর্য্যে অন্যদের অধিকার আছে এ আমাদের মেনে নিতে হবে ও তা আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে ও কোরআনের ঐ বাণী আমাদের সন্তানদেরকে শেখাতে হবে যাতে করে তারা ইসলামিক value system সম্বন্ধে সচেতন হয় ও তা প্র্যাকটিস করে।

কোরআন প্রতিবেশীর অধিকার সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে দিয়েছে। এ প্রতিবেশী যে কোন ধর্মের হতে পারে। সেই প্রতিবেশীর অসুখ-বিসুখে দেখাশোনা করা, তার খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করা তার আর্থিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা করা আমার ধর্মীয় দায়িত্ব। আমার দ্বারা আমার প্রতিবেশীর কোন ক্ষতি হয়ে যাবে এ চিন্তা যাতে প্রতিবেশীর না হয় তার ব্যবস্থা করা আমার কর্তব্য। এগুলি কোরআন থেকে আমার সন্তানদের তা পড়ে শোনান ও নিজেকে তা প্র্যাকটিস করতে হবে। তবেই আমাদের সন্তানরা তা শিখবে ও প্র্যাকটিস করবে। আল-াহ ক্ষমাশীল, তিনি ক্ষমা করেন। কিন্তু মানবাধিকার মানুষকেই দিতে হবে। মানুষের কাছে অপরাধ করলে ঐ মানুষের কাছেই ক্ষমা পেতে হবে। তাই মানব অধিকার লংঘন না করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। কোরআনের এ বাণী আমাদের সন্তানদের শোনাতে হবে আর আমাদর তা প্র্যাকটিস করতে হবে। এ মানব অধিকারের মধ্যে পড়বে আমাদের স্ত্রীরা, আমাদের কন্যারা, আমাদের আত্মীয়-স্বজনরা ও পাড়া-প্রতিবেশীরা ও পরিচিত-অপরিচিতরা। মানব অধিকার লজ্ঘন করা ভীষণ অপরাধ আর তা লজ্ঘন না করার আপ্রাণ চেষ্টা করা আমাদের সন্তানরা যদি প্র্যাকটিস করতে পারে তাহলে তারা তাদের সমাজে অনেক মঙ্গল করতে পারবে। অযথা খুন-খারাবী, অন্যের উপর অযথা দোষারোপ করা, অন্যায়ভাবে মানুষকে মেরে ফেলা, যুদ্ধ করা, অন্যের সম্পদ আত্মসাত করা ইত্যাদি সবের পিছনে রয়েছে মানব অধিকার লজ্ঘন। আমাদের সন্তানরা যদি মানব অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তাহলে এক নতুন দিনের সৃষ্টি হবে।

ন্যায় বিচার ইসলামের একটি বিশেষ শিক্ষা। এমনকি নিজের উপর ও নিজের নিকট আত্মীয়দের উপরও ন্যায় বিচার করতে হবে। নিজেকে নিঃসন্দেহে তা প্র্যাকটিস করতে হবে। আর কোরআনের ঐ আয়াতগুলি সন্তানদের শেখাতে হবে। এরা তখন সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে ও সুন্দর সমাজের সৃষ্টি হবে তাতে।

ইসলাম ধর্মের একটা বিরাট অংশ হচ্ছে manners, আমাদের সন্তানদের ইসলামিক manners শেখাতে হবে আর আমাদেরকেও তা প্র্যাকটিস করতে হবে। তাই আমাদের সন্তানরা কাল কেমন হবে তা আজ আমরা ঠিক করবো। নৈতিক আর ধর্মীয় শিক্ষা দিতে হবে। আর তা হবে প্রতিদিন, একটু একটু করে। সপ্তাহে বা মাসে নয়, নিজের বাসায় প্রতিদিন। অল্প অল্প করে শেখাতে হবে ও যে শিক্ষা আমরা দিচ্ছি তা আমাদের প্র্যাকটিস করে দেখাতে হবে। আমাদের কথায়, আমাদের শিক্ষা দেওয়ায় আর আমাদের কাজে কোন contradiction থাকতে পারবে না। তাহলেই আমাদের সন্তানরা আমাদের দেয়া শিক্ষা গ্রহণ করবে ও আগামীকাল সুন্দর হবে। ❑

লেখক পরিচিতিঃ মোল-া ফজলুল হক ১৯৭০ সালে লিমনোলজিতে পিএইচডি করার পর বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে, ইরাকের বসরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ভেনিজুয়েলার ইউনিভার্সিটি দ্য ওরিয়্যান্তে অধ্যাপনা করেন। বর্তমানে সান ফ্রান্সিস্কো বে এরিয়াতে বাস করছেন।

Stir the Pot

Maheruh Khan

As a 2nd generation child, I went through years of soul-searching where I dealt with a wide range of emotions and feelings before I realized what kind of person I wanted to share the rest of my life. It was imperative that I search for what I identified with even before I could even think of marriage. Luckily, the environment, comprising of my parents, extended family members, and friends, in which I grew up guided me through this extremely volatile process. The same perhaps cannot be said of all 2nd generation Bengali children.

It is my belief that the expectations placed on 2nd generation children are much higher than those that will ever be placed on subsequent generations. Their success is seen as directly correlating with the struggles their parents had to endure in coming to America. While these children are the first to take advantage of a system that opens many doors to the highly valued "American Dream," they are also expected to retain their parent's culture as well as consider marriage to those in that culture. However, most of their parents are unable to relate to the personal struggle they have to endure: balancing of both worlds.

This process of soul-searching begins from the exposures of two very different worlds. Growing up in an environment surrounded predominantly by people of other faiths and backgrounds truly puts these children's religious and cultural values and morals to the test. Dating, prom, drinking parties, drugs are considered part of normal conversations in the hallways of high school and now even in middle schools. Apart from the academic pressures, peer pressure is a phenomenon that either helps you to succeed or leads you down a path of self-destruction. The result of these unique American pressures is the possible loss of their cultural identity.

The expectation of balancing both worlds is certainly a very high one. With the combined efforts of parents along with that of their children, a balance can truly be achieved. However, it requires more of an effort from the parents. Parents need to be determined, have a great deal of patience as well as an open mind, and constantly communicate with their children. Parents need to observe their children's interests in general which might help in promoting the initial interest in their culture. For example, my parents realized that I was generally interested in music, especially singing and dancing. Hence, they exposed me to cultural songs and dances that I learned and performed for various functions.

Of course, not all children will go though the same kinds of experiences that I have had. Each individual will be exposed to different things at different times in their lives. Parents need to realize that not all of their children will feel comfortable and/or be able to identify with their culture enough to marry someone from that culture.

In my case, I have already gone through the journey of searching for my identity. I realized in my high school years that it is perfectly ok to be different. More importantly, my friends respected me for it. I had the opportunity to explore my culture and religious values in society. I discovered both the kind of person I truly am and the kind of individual who would compliment my identity as my husband.

My father once told me that we have a huge advantage in having two very different cultures. We are able to take the best of both worlds, which, in turn, will help us be well-rounded individuals. We have the opportunity to look at situations in two very different perspectives to make good choices in our lives. My advice to 2nd generation children is the same to parents. Have patience, keep an open mind and, yes, constantly talk to your parents. In the process, you just might discover yourself. ❑

About author: Maheruh Khan was born in Canada and moved to the US with her parents when she was only a couple months old. Currently she lives with her husband in Minnesota and is pursuing a Masters in Health Science from Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Khichuri

Tonima Khan

Khichuri. Burgers. Saris. Jeans. Nike. Bata. Bangla bolo. Hey what's up! The very existence of a second-generation Bangladeshi in America is itself a colorful dichotomy of two very distinct, and very different cultures—American mainstream culture and traditional Bangladeshi culture. It may seem odd, almost impossible to many that these two vastly different cultures can even compliantly come together to merge into a healthy coexistence with one another, and by no means is it an easy task to achieve…but it is very possible, as can be seen by virtually every Bangladeshi youth growing up in the United States.

Living in a country that is so different from one's own motherland is no doubt difficult for everyone, and is felt by immigrants of all backgrounds. America is the world's largest and most diverse melting pot, and it is a privilege to be living in a society where we are exposed to multiple, beautiful cultures from all over the world. Where else can we shop for South Asian clothing, eat sushi, listen to African-American music, go to the mosque, watch BBC, buy French perfume, and enjoy a NBA basketball game…all in one place and in one day? At the same time, it is also difficult to maintain one's identity amongst a sea of various colors, languages, and cultures. At least our parents spent most of their crucial growing up years in a familiar culture and country. For us Bangladeshi youth however, it is much more difficult as we are faced with two conflicting cultures—that of our parents and that of our current environment.

When we are at home in the comfortable company of our families, we are surrounded by the traditional Bangladeshi culture: delicious food, beautiful clothing, respectable, high morals, the Bangla language, among other things. Yet outside of home it is a totally different picture. Then we are surrounded by American mainstream culture which completely conflicts with what we live with at home. Oftentimes, most Bangladeshi parents expect their children to uphold the desi values taught at home outside of the home as well, but this is much more easier said than done. Many times parents want to raise their children similar to the way as they were raised in Bangladesh years ago. What they do not realize is that the standards in which they were raised conflict with what we are exposed to outside of our homes here. It is difficult to apply Bangladeshi values in American society because the values and culture here are totally different. I do not mean to generalize or disrespect any parents; I am speaking merely from my own experience and those of my peers. Us "kids" value our parent's culture, their concern, and their desire to maintain Bangladeshi culture and tradition in us. As Vijay Prashad states, "To be lost at sea in the midst of relentless corporate ethic and a passionate consumer society is not comfortable for our souls; people seek some sort of shelter. Always afraid of being mass-produced, individuals want to make some sort of statement of distinction, some cultural statement." Living in such a diverse society, we want to maintain our identity, and our rich cultural heritage and background, which is not wrong at all. Sometimes though, immigrant parents who have left their homeland years before remember their motherland as they left it, and overlook the fact that Bangladesh has changed too since they have left. Call it frozen in time if you will. In this scenario, it is almost funny to expect the same out of children growing up in the U.S. in 2002 as one expected from children growing up in Bangladesh in the 1960's and 1970's.

As said by Sunaina Maira, the author of in Vijay Prashad's book the Karma of Brown Folk, "the push to view culture as a static trait 'leads to a dismissal of the experiences of second-generation adolescents who grow up in multiple realities.' These young people, she continues, 'learn to expertly navigate different cultural worlds and to call on different models of behavior in different settings.'" This could not be stated any more accurately. From my own personal experience, and that of what I know of my Bangladeshi friends/peers (and also my other South Asian friends, Indian, Pakistani, Sri Lankan) is that we have sort of split personalities. At home we are one way, outside we are another. It is not bad, it is just that we are not only Bangladeshi, but we are American as well. Oftentimes, we are asked to "adhere to certain desi rules" because it is looked down upon to be Americanized, but we cannot ignore our environment, and of course we cannot ignore our cultural background. The solution is to adapt to both cultures and to try our best to have both cultures coexist in our lives. I totally respect and honor my Bangladeshi back-

ground and my parents, family, and community, but at the same time, I also appreciate the culture that surrounds and includes me. I am not saying us second-generation Bangladeshi youth should forget our heritage; no, not at all. We should honor and respect it. But we cannot ignore the influence of our surrounding environment either. The fact of the matter is that we are both Bangladeshi and American. In a sense we have created our own unique blended Bangladeshi-American culture, which is a celebration of two distinct, beautiful cultures. We have not forgotten the beauty, tranquility, and glory of our parent's rich culture, and we also value the American culture…we have our own identities…we are the quintessential American Desi. ❑

About author: Tonima Khan was born in Bangladesh and moved to the U.S. when she was 2 and has lived in the Bay Area (California) with her family since then. Currently, she is a senior in Cognitive Science at University of California at Berkeley (UCB).

মায়ের কাছে মায়েদের গল্প

আসিফ সালেহ

সুপ্রিয় মা আমার,

প্রতি সপ্তাহেই তোমার চিঠি পাই। প্রাণহীন এই ইমেলের যুগে তোমার হাতে লেখা চিঠি যেন তাজা শিউলির মত গন্ধ ছড়ায় - প্রাণ এনে দেয়। আজকের চিঠিতে তোমায় আমেরিকার প্রবাসী তিন বাঙ্গালী মায়ের গল্প করবো। তোমার চেনা পরিবেশের খুব ভিন্ন এক পরিবেশে এরা নিজেদের ছেলে-মেয়েদের বড় করছে। এই মায়েদের কথা শুনলে হয়তো একটু ধারণা পাবে তোমার আসন্ন মহা সন্তান (গ্রান্ড চাইল্ড) কি পরিবেশে বড় হতে পারে।

প্রথমে যার গল্প করবো তিনি হচেছন আমাদের এখানকার নিলুফার আন্টি। বয়স বোধকরি পঞ্চাশের ঘরের শেষের দিকে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এদেশে এসেছেন মাত্র কয়েক বছর। নিজের মেয়ে দু'টোকে ম্যাট্রিক পেরুনোর পরপরই বাংলাদেশ ছেড়ে এদেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ।তারপর ওরা আর পিছু দেখেনি - একজন হর্াভাড আর অন্যজন শিকাগো থেকে পাশ করে দারুন রকমের ক্যারিয়ারের অধিকারিনী। নিলুফার আন্টি ঢাকায় একটি কলেজে পড়াতেন; আংকেল ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার। গার্মেন্টেস-এর ব্যাবসা এবং সমস্ত কিছু ছেড়ে এদেশে এই বয়সে আসার সিদ্ধান্ত কেন নিলেন জিজ্ঞেস করতেই একবাক্যে বলেন "নিজের মেয়েদের জন্য; মেয়ে দু'টোই যখন এদেশে পাকাপাকি থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তখন আমাদের আর ওখানে থাকার অর্থ হয় না"।

এখানে এসে প্রাসাদোপম বাড়ি কিনেছেন। কিনেছেন বিএমডবি-উ গাড়ি। দু'জনে মিলে আছেন বেশ। ইচেছ হলেই দু'জনে গাড়িতে চেপে বসেন আর মেয়েদের বাড়িতে চলে যান উইক এন্ডের জন্য। এক শহরেতো নয়ই এক স্টেটেও থাকেন না। তারপরেও মেয়েরা যে মাঝে মাঝে এসে ঘুরে যায় আর তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে তাকে, এতেই তার শান্তি। বাড়িতে তার থরে থরে সাজানো বাংলা গানের সিডি। মেয়েরা তা খুব একটা শোনে না কখনো। বিয়ে করেছে এদেশীয় সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্রদেরকে। তাদের কথা বলতে বলতে তার মুখ চকচক করে ওঠে গর্বে। মেয়েরা মানুষ হয়েছে, দুর্দান্ত ক্যারিয়ার হয়েছে এবং তারা সুখী হয়েছে - এই সমস্ত কারণে নিলুফার আন্টি নিজেকে সর্াথক মা মনে করেন। বাংলা সংস্কৃতির কদর নিজে করলেও নিজের মেয়েদের ওপর তা চাপিয়ে দেননি। আমরা যে দেশ ছেড়ে ক্রমশ বিশ্বের নাগরিক হয়ে উঠছি তারই যেন প্রকাশ এই সরকার পরিবার।

মাগো এবার তোমায় বলি তার পরের প্রজন্মের আরেক মায়ের কথা। তিনি তার ছেলে দু'টোকে জন্ম থেকেই বড় করছেন এদেশে। একটির বয়স এগারো, অন্যটির সাত। ছেলে দু'টো বাংলা বলে ঝকঝকে ভাষায়। বাসায় তাদের ইংরেজি বলা বারণ। প্রতিবছর তিনি একবার বাংলাদেশে যান ছেলেদের নিয়ে। ঢাকায় পা রাখার পরের দিন থেকেই নানুর ঠিক করে রাখা বুয়েটের ছাত্র এসে ছেলেদেরকে বাংলা লেখাতে ও পড়াতে আসে। এব্যাপারে তার ধারণা খুব স্বচছ। তিনি মনে করেন এদেশে সফল হবার জন্য তার ছেলেদের নিজেদের শেকড় সম্বন্ধে ধারণা থাকা খুব জরুরী। নতুবা তারা সবসময় আইডেনটিটি ক্রাইসিসে ভুগবে। বাংলা শেখা সব সমস্যার সমাধান নয় তবে মা হিসেবে তিনি চান তার ছেলেরা বাংগালী মূল্যবোধ কিছুটা হলেও বুঝুক আর নিজের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হোক। বাংলা ভাষাটা শেখা সেই পথেরই প্রথম ধাপ। শুধু নিজের ছেলেদের নিয়েই তিনি ব্যস্ত নন, বাসায় বন্ধু-বান্ধবদের বাচচাদের জন্য খুলেছেন বাংলা স্কুল। রবিবারের স্কুলে চার থেকে পাঁচজন এই প্রজন্মের ছেলেমেয়ে পরিচিত হয় বাংলা বর্ণের সাথে। আপাতত সব লক্ষণই শুভ। বড়ছেলে সায়ন বাংলা পড়তে এবং লিখতে পারে, সেইসাথে নিজের স্কুলেও সে এবছর প্রেসিডেন্সিয়াল পদক পেয়েছে। ছেলেদের কাছে ভবিষ্যতে কি প্রত্যাশা করেন জানতে চাইলে বলেন,"আমি আশা করিনা আমার ছেলে রবীন্দ্রনাথ বিশে-ষণ করবে তবে আমাকে ওরা যেন আমার মত করে বুঝতে পারে সেটাই আমার চাওয়া"। মা, এখন বুঝতে পারছো কার কথা বল-াম এতক্ষণ? এ'হল তোমারই বড় মেয়ে লোপার কথা।

মা এবার তোমায় বলি এদেশের এক হবু মায়ের কথা। আজ বাদে কাল তোমার ছেলের বৌ মা হতে যাচেছ। আজ যখন সে রকিং চেয়ারে দুলতে দুলতে নিজের আসন্ন কন্যার জন্য জামা সেলাই করছিল তখন ওকে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন করে বড় করতে চায় তাকে এদেশে। "আমি চাই ও ভাল মানুষ হয়ে বড় হয়ে উঠুক - বাংগালী বা আমেরিকান যে পরিচয়ই হোক", বললো ঈশিতা। ঈশিতা দেশ ছেড়েছে ষোল বছর বয়সে প্রায় একযুগ আগে। অথচ ওকে দেখে তা বোঝার উপায় নেই। শাড়ি পরে দাপিয়ে বেড়ায় কুইন্স-এর জ্যাকসন হাইট্স থেকে ম্যানহাটনের সোহো পর্যন্ত। স্যামন মাছের মাথা দিয়ে রাঁধে মুড়িঘন্ট। ওর আক্ষেপ একটাই - এদেশে বড় হওয়া তার মেয়ের কখনো তার মায়ের শেকড় সম্পর্কে ধারণা হবেনা। মেয়ের শেকড় হবে এদেশেই। সেজন্য বাংলা নিয়ে জবরদস্তি

করার পক্ষপাতি নয় সে। কিন্তু আন্তরিক ভাবে সে চায় তার মেয়ে তার সাথে বাংলায় গল্প করবে। ভিনদেশে মেয়ে বড় করা নিয়ে আক্ষেপ থাকলেও এর অনেক ইতিবাচক দিকও সে দেখতে পায়। স্বাধীনতা, নিরাপত্তা আর সুযোগ - এই তিনটি জিনিসই সে পাবে এদেশের আলো-বাতাসের মতই। এসবের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ এক মুক্ত মনের এবং বেস্ট অফ বোথ ওর্য়াল্ডস্ এর স্পর্শ পাওয়া মানুষ হয়ে উঠবে আমাদের মেয়ে।

মাগো, পারলাম কি তোমায় এই দেশের তিন প্রজন্মের তিন বাংগালী মায়ের সম্পর্কে একটু ধারণা দিতে? তুমি যেমন হাজারো বিপত্তির মুখে আমাদের বড় করেছো তেমনি এখানকার মায়েদের সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ। মাত্রাটা ভিন্ন, এই যা।

আমার অনেক আদর নিও।

ইতি তোমার গুণমুগ্ধ ছেলে। ❑

লেখক পরিচিতিঃ আসিফ সালেহ ন্যু ইয়র্কের গোল্ডম্যান সাস-এ কর্মরত। ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরিচালিত মানবাধিকার সংগঠন দৃষ্টিপাত-এর অন্যতম প্রধান সংগঠক।

নতুন চোখ

খ.আ. মুত্তালিব

এদেশে বাংলাদেশী নতুন প্রজন্মদের নিয়ে কোনও ধরণের গবেষণা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। তাতে অবশ্য অসুবিধা ছিল না - অন্য সবার মতো পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ের সব ধরনের সমস্যা/সম্ভাবনা সম্পর্কে আমারও অত্যন্ত জোরালো সব বক্তব্য রয়েছে, নির্দ্বিধায় টেবিল চাপড়ে ধারালো সব যুক্তিসহ প্রমাণ করে দিতে পারতাম। মুশকিল হচ্ছে আমার নিজের 'টীন এইজ' দুই ছেলেমেয়ে রয়েছে। আমার জোরালো সব তথ্য আর ধারালো সব যুক্তি রোজ অন্তত একবার করে এদের কাছে ম্-ান হয়ে যাচ্ছে - রোজ এরা আমাকে নানার দিক থেকে হতবাক করে চলেছে। তাই নতুন প্রজন্মের সমস্যা/সম্ভাবনা নিয়ে সুগভীর সুচিন্তিত কিছু লেখার ধৃষ্টতা করবো না। কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলবো - পড়শীর বিদগ্ধ পাঠকেরা নিজেদের জোরালো বক্তব্য এবং ধারালো যুক্তি নিজেরা তৈরি করে নেবেন।

মায়ামীতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সম্মেলনের একটিতে যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। শুনেছি প্রতিবছর একই সময় দুটো করেই হয় - এবারও ব্যতিক্রম ছিল না। সম্মেলনে একটি 'সেশান' ছিল নতুন প্রজন্মদেরকে নিয়ে। এদের দু'তিন জনকে মঞ্চে বসিয়ে বলা হল তাদের চিন্তাভাবনা সমস্যা নিয়ে কিছু বক্তব্য রাখতে। একটি কুড়ি-বাইশ বছরের মেয়ে (আন্দাজে বলছি, এতদিন পর চেহারাও মনে নেই) একটা 'ইয়থ এসোসিয়েশন'-এর প্রতিনিধিত্ব করছিল। সে উঠে দাঁড়িয়ে খুব স্পষ্ট বাংলায় যা বলল তার সারমর্ম অনেকটা এইরকম :

তোমরা সব সময় আফসোস কর আমরা আমেরিকান হয়ে যাচ্ছি, তোমাদের মত বাংলাদেশী হতে পারছি না। এই সম্মেলন নিয়ে তোমরা যে মারামারি, ছোটলোকপনা করেছ - তারপরও কি বুকে হাত দিয়ে তোমরা আমাদেরকে তোমাদের মত বাংলাদেশী হতে বলতে পার! আগে অন্যের সামনে বেকুব হয়ে লজ্জা পেতাম, আজকাল অভ্যেস হয়ে গেছে। তাই বেরিয়ে যাবার পথে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা কি আমাদের ব্যাপারে একেবারেই হাল ছেড়ে দিয়েছ?'

প্রচণ্ড রকমের সপ্রতিভ চোখ দুটোকে একটু হতচকিত মনে হল। আস্তে করে বলল 'কি করব বল?'

চট করে জোরালো কোনও বক্তব্য বা ধারালো কোনও যুক্তি মাথায় এলো না। শুধু বললাম 'তোমরা ছাড়া আমাদের তো আর কেউ নেই। তোমরাই যদি হাল ছেড়ে দাও - তাহলে কি হবে বল? ভেবে দেখ - আমাদের ভরাডুবি কি তোমাদের জন্যও ক্ষতিকর নয়?'

এরপর থেকে সুযোগ পেলেই আমি নতুন প্রজন্মের সাথে এ নিয়ে আলাপ করার চেষ্টা করি। আমাকে ভীষণভাবে অবাক করে দিয়ে ওরা অকপট হতে দ্বিধা করে না, হয়তো আমার অক্ষমতা ওদের জন্য সাহস যোগাতে সাহায্য করে। প্রতিবারই নতুন করে অবাক হই, নতুন নতুন চোখ গজায়। একটা আলাপ আমার ভাইয়ের কাছে শোনা একটা গল্পকে কেন্দ্র করে, গল্পটি আগে বলে নিই।

ভাই এখানকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপক। আমেরিকার অর্থনীতিবিদদের বাৎসরিক সম্মেলন নিয়মিত যোগ দিয়ে থাকেন। সেখানে বিভিন্ন সেশানে ১২ মিনিটের সেমিনারে বক্তারা নিজেদের নতুন রিসার্চের ফলফল প্রচার করেন - তিন মিনিট সময় থাকে প্রশ্ন-উত্তরের জন্য, প্রতি বক্তার ভাগে মোট ১৫ মিনিট বরাদ্দ। একজন 'চেয়ার' থাকেন সেশানটির সার্বিক দায়িত্বে। এই সম্মেলনে নিয়মিত যোগদানকারী আরেক বাংলাদেশী অর্থনীতিবিদের সাথে ভাইয়ের আলাপ হয়। একবার বাংলাদেশী কোনও এক সম্মেলনে অর্থনীতির উপর একই কাঠামোর একটা সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেখানে একটি সেশানে ভাইকে চেয়ারের দায়িত্ব দেয়া হয়। প্রথম বক্তা সেই পরিচিত অর্থনীতিবিদ। বক্তা ১২ মিনিট পর থামতে রাজি হলেন না। বললেন - তার বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এটা তাকে শেষ করতে দিতেই হবে। চেয়ারের অনুরোধ/নির্দেশ এবং ঘন ঘন ঘন্টা বাজানো উপেক্ষা করে ভদ্রলোক পঁচিশ মিনিট ধরে তার জোরালো বক্তব্য এবং ধারালো যুক্তি পেশ করে গেলেন - পরের বক্তার বরাদ্দ নির্ধারিত সময় শেষ করে দিয়ে।

ঘটনাটি এখানেই শেষ নয়। পরের বক্তার বক্তব্য ছিল তার মতামত বিরোধী। অতএব পাঁচ মিনিটের মাথায় ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে 'আপনি একটা মহামূর্খ...' জাতীয় মন্তব্য করে বক্তাকে থামিয়ে আবার তার জোরালো বক্তব্য আরও জোর গলায় পেশ করতে থাকলেন - অন্য বক্তাকে শেষ করার সুযোগ না দিয়ে। চেয়ার ঘন ঘন ঘণ্টা বাজিয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন। গল্পটি শেষ করে ভাই প্রশ্ন রাখলেন এই একই ভদ্রলোক কিন্তু আমেরিকান সম্মেলনে বরাবর ঠিক ১২ মিনিটে বক্তব্য শেষ করেন, অন্যের বক্তব্যে প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন-উত্তরের জন্য বরাদ্দ সময়ে হাত তুলে চেয়ারের অনুমতি নিয়ে প্রশ্ন করেন - কোন জটিল প্রক্রিয়ার বদৌলতে বাংলাদেশ সম্মেলনে এসেই তার এমন একটা চারিত্রিক 'মেটামরফসিস' ঘটে গেল?

ঘটনাটা অনেককেই বলেছি। সবাই যার যার নিজস্ব জোরালো বক্তব্য এবং ধারালো যুক্তি দিয়ে এর বিশদ ব্যাখ্যা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন - কেউ ঐতিহাসিক, কেউ সাংস্কৃতিক, কেউ 'জেনেটিক' প্রভাবের বিস্ত ারিত বিবরণসহ।

একটি নতুন প্রজন্মের ছেলের সাথে এ নিয়ে কথা হচ্ছিল। ছেলেটি সবে ব্যাচেলরস ডিগ্রী শেষ করেছে, বিজ্ঞান সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে। গল্পটা শুনে হাসলো। বলল - 'তুমি এত অবাক হচ্ছ কেন। তোমরা ব্যক্তিগত

এবং পারিবারিক ব্যাপারে বেশির ভাগই খুব ভালো মানুষ। কিন্তু চিন্তা করে দেখো, বাংলাদেশে নিয়ম মেনে কখনও কিছু করা সম্ভব নয়। মন্দ কাজ করতে গেলে যেমন নিয়ম ভাঙতে হয়, ভালো কাজ করতে গেলেও তেমনি নিয়ম ভাঙতে হয় - এমনকি সাধারণ রুটিন মাফিক কাজও নিয়ম না ভাঙলে আগায় না। কাজেই তোমাদের মজ্জাগত ধারণা হচ্ছে - বাংলাদেশী পরিবেশে কোনও নিয়ম কানুন মানা মানেই হচ্ছে চূড়ান্ত পরাজয়, তুমি না ভাঙলে অন্য কেউ তোমার মাথায় ভেঙে খাবে। আমরা যারা এখানে বড় হচ্ছি, তাদের কাছে তোমাদের নিজেদের ভেতরের এই নিয়মহীনতাটা এতোই বর্বরোচিত মনে হয় যে আমরা বরং আপ্রাণ চেষ্টা করে যাই যাতে করে কোনওভাবে তোমাদের মত বাংলাদেশী না হয়ে যাই। পাছে কেউ বুঝে ফেলে সেই ভয়ে যতদূর পারি তোমাদের বেশভূষাও এড়িয়ে চলি।'

'কিন্তু তুমি তো খুব ভাল বাংলা শিখেছ। হাত দিয়ে ভাত মাছ খাচ্ছ।'

'ঐ যে বললাম, ব্যক্তিগতভাবে তোমরা খুব ভালো মানুষ। ঘরে তোমাদের মত হতে ভালই লাগে। কিন্তু বাইরে তোমরা বাংলাদেশী গ্রুপ হিসেবে যে লজ্জাকর ছবি তৈরী করেছ - কিভাবে আশা কর আমাদের আমেরিকান বন্ধু বান্ধবীদের পাশে দাঁড়িয়ে আমরা তার অংশীদার হব?'

ভয় ধরে গেলো। নিজেদের দুটি 'টীন এইজ' ছেলেমেয়ে। আঠারো পার হয়ে যাওয়া নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদেরকে সুযোগ পেলেই জিজ্ঞেস করতে লাগলাম 'আমরা অভিভাবক হিসেবে কোথায় পাশ, আর কোথায় ফেল?'

উত্তরগুলো ভয়ঙ্কর রকমের একঘেয়ে। 'অবশ্যই তোমরা মাত্রাতিরিক্তভাবে 'প্রটেকটিভ'। তবে যখন তোমরা প্রটেকশানের নামে outrageously embarassing কোনও কাজ কর, তখন যদিও আমরা জিদ করি এবং সুযোগ পেলেই ঠিক উল্টোটা করে থাকি তবুও আমরা বুঝি যে তোমরা সত্যিই আমাদের ভালো চাও। কিন্তু আমরা যে সেটা বুঝি সে কৃতিত্বটুকু তোমরা আমাদেরকে দিতে চাও না।

জিজ্ঞেস করি 'আমরা তোমাদেরকে বাংলাদেশী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত করতে চাই। তোমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে সেটা কিভাবে করা সম্ভব?' 'আমরা তো হা পিত্যেস করে বসে থাকি যদি কোনওভাবে তোমাদেরকে নিয়ে গর্ব করার কোনও সুযোগ ঘটে যায় - তাহলেই আমরা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি আমাদের ঐতিহ্যের পিছে। কিন্তু তোমরা আমাদেরকে প্রতিদিন চূড়ান্তভাবে হতাশ করে চলেছ। ব্যক্তিগতভাবে তোমরা তোমাদের প্রফেশনে অনেকেই খুব সম্মানিত পদে আছ, আমরা সে জন্য তোমাদেরকে মেধাবী, পরিশ্রমী মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু বাংলাদেশী গ্রুপ হিসেবে আমাদের সামনে তোমরা কি প্রতিচ্ছবি রেখেছ? বেশী কিছু দরকার নেই; তোমরা শুধু এমন একটা অনুষ্ঠান কর, যেখানে আমরা আমাদের আমেরিকান বন্ধু-বান্ধবীদেরকে সাথে নিয়ে গিয়ে গর্ব করে বলতে পারি - দেখ, এই হচ্ছে আমাদের কমিউনিটি - এই আমাদের ট্রাডিশন, ব্যাস। তোমাদের কাজ শেষ - আমরাই ঝাঁপিয়ে পড়ব ট্র্যাডিশনটাকে জাঁকিয়ে তুলতে। তোমরা শুধু আমাদের আমেরিকান বন্ধুদের সামনে মাথা উঁচু করে গর্ব করার মত একটা কিছু করে দেখাও। এখন পর্যন্ত তোমরা যা করে চলেছ - তাতে করে বাংলাদেশী গন্ধটুকু গা থেকে ঘষে মেজে তুলে ফেলতে পারলেই আমাদের এদেশীয় বন্ধুদের কাছে মুখ রক্ষা হয়।'

'তাই বলে বাংলাদেশ সম্পর্কে তোমাদের জানতে ইচ্ছে হয় না? আমরা ফেল বলে তোমরা শিখবে না?' 'কে বলল, ইচ্ছে করে না? কিন্তু তাই বলে তোমাদের ঐ টেবিল চাপড়ানো নেতাদের কাছ থেকে শিখতে বলো না! তুমি কি জান - আমাদের ভেতর কতজন ইতিহাস ক্লাসে বাংলাদেশের উপর প্রজেক্ট করেছি, বই ইন্টারনেট ঘেঁটে, ইন্টারভিউ করে কতটা নিজেরো শিখেছি জেনেছি? তোমরা যখন গেইনসজিল ইন্টারন্যাশনাল হেরিটেজ ফেসটিভ্যালে বাংলাদেশের বুথ করলে, তোমাদের ছেলেমেয়েরা উৎসাহ নিয়ে বাংলাদেশের নানান বিষয়ের উপর রিসার্চ করে পোস্টার বানায়নি?'

নতুন প্রজন্মের এসোসিয়েশন আছে জানি, ওদের কোন মুখপত্র আছে কিনা জানি না। এর জন্য হয়তো কোনও এক সংখ্যায় 'এদেশে প্রথম জেনারেশান, সমস্যা/সম্ভাবনা' সম্পর্কে নতুন চোখ গজানো আলোচনায় যাওয়া যেতে পারে। ❑

লেখক পরিচিতিঃ খ.আ. মুত্তালিব দুই কিশোরের জনক। বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অব ফ্লোরিডা, গেইন্সভিল-এ অধ্যাপনা করছেন।

দেখে এলেম তারে

প্রবাসীর দেশ সফরের অভিজ্ঞতা

আপনি সম্প্রতি দেশে থেকে ফিরলেন? আপনার এ সফরের অভিজ্ঞতা জানিয়ে পড়শীতে লিখুন। আপনার চোখে কি ভালো লাগলো, কি লাগলো না; কি দেখলেন, শুনলেন, জানলেন - আমাদের অল্প কথায় লিখে জানান। মনোনিত লেখা ছাপা হবে 'দেখে এলেম তারে' বিভাগে।

লেখা ২০০-২৫০ শব্দের ভেতর সীমাবদ্ধ রাখবেন।

পড়শীতে আপনার অভিজ্ঞতা পাঠাতে পারেন : ই-মেইল, ফ্যাক্স কিংবা ডাকযোগে।